

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

96836 - কতটুকু আমলরে মাধ্যমে নামাযরে ওয়াক্ত পাওয়া যায়?

প্রশ্ন

আমি ঘুম থেকে জেগে জোহররে নামায আদায় করছে। আমি দ্বিতীয় রাকাতে থাকা অবস্থায় মুয়াজ্জনি আসররে নামাযরে আজান দিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার নামাযরে হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

ফকিহবদি আলমেগণ এই মরম্বে একমত হয়ছেন যে, যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষে হওয়ার আগে এক রাকাত নামায পড়তে পারল সে ব্যক্তি নামায পলে। যদি এক রাকাতরে চয়েও কম পরিমাণ পয়ে থাকে; তবে সে কি ওয়াক্ত পলে; নাকি পলে না- এই নিয়ে তারা মতভদে করছেন।

একদল আলমেরে মতে, শুধু তাকবীরে তাহরমি পাওয়ার মাধ্যমই ওয়াক্ত পাওয়া যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষে হয় যে যাওয়ার আগে তাকবীরে তাহরমি উচ্চারণ করতে পারল সে ব্যক্তি নামায পলে এবং তার নামায আদায় হিসেবে গণ্য হবে; কাযা হিসেবে নয়। এটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবরে অভিমত।

অন্য একদল আলমেরে অভিমত হল, পূর্ণ এক রাকাত না পলে ওয়াক্ত পাওয়া হল না। এটি মালকি ও শাফয়ে মাযহাবরে অভিমত। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি এক রাকাত নামায পলে সে নামায পলে”। [সহি বুখারী (৫৮০) ও সহি মুসলমি (৬০৭)]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের আগে ফজররে নামাযরে এক রাকাত পলে সে ব্যক্তি ফজররে নামায পলে। যে ব্যক্তি সূর্যাস্ত যাওয়ার আগে আসররে নামাযরে এক রাকাত পলে সে ব্যক্তি আসররে নামায পলে।” [সহি বুখারী (৫৭৯) ও সহি মুসলমি (৬০৮)]

প্রথম মতাবলম্বীরা দলিল দনে আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসটি

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দিয়ে, যে হাদিসে তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার আগে আসররে নামাযের এক সজেদা পলে সে ব্যক্তি যেনে নামায পূরণ করে। আর যদি কেউ সূর্যোদয়ের পূর্ববে ফজররে নামাযের এক সজেদা পায় তাহলে সে যেনে নামায পূরণ করে”। [মুত্তাফাকুন আলাইহী] নাসাঈর বর্ণনাতঃ এসছে- “সে নামায পলে”। তাছাড়া নামায পাওয়ার সাথে যদি নামাযের কোন হুকুম সম্পৃক্ত হয় সক্ষেত্রে রাকাত পাওয়া বা রাকাতের চয়ে কমে পাওয়া উভয়টা সমান। যমেন- জামাত পাওয়া, মুসাফরি ব্যক্তি মুকীমরে নামায পাওয়া। প্রথম হাদিসটি তার মাফহুম দিয়ে প্রমাণ করছে; আর মাফহুমের চয়ে মানতুক এর দলিল অধিক উত্তম।

[দখুন: আল-বারখি-এর ‘আল-মুনতাকা’ (১/১০), তুহফাহুল মুহতাজ (১/৪৩৪), আল-মুগনি (১/২২৮) ও আল-ইনসায়ফ (১/৪৩৯)।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

দ্বিতীয় মত হচ্ছে: এক রাকাত না পলে নামায পাওয়া যাবে না। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম বলছেন: যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পলে সে নামায পলে”। এই মতটাই সঠিক। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার মনোনীত অভিমত। কনেনা এ ব্যাপারে হাদিসের বাণী সুস্পষ্ট। হাদিসটিতে রয়েছে জুমলায়ে শারতিয়া *مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَفَدَّ أَدْرَكَ* (অর্থ- যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পলে সে নামায পলে)। এই হাদিসের মাফহুম হচ্ছে- যে ব্যক্তি এক রাকাতের চয়েও কম পয়েছে সে নামায পায়নি।

এ মতভেদে ভিত্তিতে অন্য পাওয়াগুলোও নরিভর করে। যমেন- নামাযের জামাত পাওয়া: এটা এক রাকাতের মাধ্যমে পাওয়া যাবে? নাকি শুধু তাকবীরে তাহরমির মাধ্যমে পাওয়া যাবে? সঠিক মত হচ্ছে- এক রাকাতের মাধ্যমে জামাত পাওয়া যাবে। যমেনটি সর্বসম্মতকিরমে এক রাকাত নামায পাওয়ার মাধ্যমে জুমার নামায পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে এক রাকাত পাওয়া ছাড়া জামাত পাওয়া যাবে না। [আল-শারহুল মুমতী (২/১২১)]

যহেতে মুযাজ্জনি আসররে আযান দেয়ার আগে আপনি যোহররে প্রথম রাকাত নামায পড়ছেন সুতরাং আপনি ওয়াক্তমত নামায আদায় করছেন।

দুই:

ঘুমন্ত ব্যক্তির ওজর গ্রহণযোগ্য। ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগার পর নামায আদায় করা তার উপর ফরয হয়। আনাস বনি মালকি (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসছে তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম বলছেন: যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে গেছে কিংবা নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেছে এর কাফফারা হল যখন তার স্মরণে পড়বে তখন নামায আদায় করা। [সহহি বুখারী (৫৭২) ও সহহি মুসলিম (৬৮৪)]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “ঘুমরে ক্షত্রেৰে অবহলো হসিবেৰে ধৰ্তব্য নয়। অবহলো হল- যবে ব্যক্ৰ্তা নামায পড়ে না; এমনকি অন্ব ওয়াক্তরে নামায হাযরি হয়ে যায়। কারো এমন হয়ে গেলে সে যনে জগে উঠার পর নামায আদায় করে নেয়ে।”[সহহি মুসলমি (৬৮১)]

আল্লাহই সৰ্বজ্ঞঃ।